হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, January 2013

হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারত-বাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী — আমার রক্ত, আমার ভাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মুসলিম মেয়েকে ভালোবাসার জের

খুন হতে হল দীপঙ্করকে

দীপঙ্কর রায়ের অন্তিম যাত্রায় বারাসাতে হিন্দু সংহতির কর্মীবৃন্দ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

দীপঙ্কর রায় নামক ২২ বছরের এক হিন্দু যুবককে খুন হতে হল শুধুমাত্র এক মুসলিম যুবতীকে ভালোবাসার জন্য। দুজনেরই বাড়ি বনগাঁ মহকুমার গোপালনগর থানার সুন্দরপুর গ্রামে। তাদের দুজনের মধ্যে অনেকদিনের ভালোবাসা ছিল। দীপঙ্করের অপরাধ-সে হিন্দু হয়েও আমীরের মেয়েকে ভালোবেসে ছিল। তারা দুজন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এলাকায় আমীর মণ্ডলের এতই দাপট যে দীপঙ্করের বাড়ির লোক অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় এবং তারা ওই দুজনকে খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গোপালনগর থানার পুলিশ দীপঙ্করকে গ্রেপ্তার ও অপহরণের অভিযোগ দিয়ে কোর্টে তোলে ও তারপর বনগাঁ মহকুমা জেলে পাঠায়। আর মেয়েটির বয়স কাগজে কলমে ১৮ বছরের সামান্য কম হওয়ায় কোর্ট থেকে তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ২৬ দিন জেলে কাটানোর পর দীপঙ্কর কোর্টে জামিন পেয়ে বাড়ি আসে। দীপঙ্কর ছিল এলাকার জনপ্রিয় যুবক। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি আমীর মণ্ডলের প্রতিহিংসার আগুন কতটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই সে কোনরকম সাবধানতা অবলম্বন করেনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার মাত্র ৪ দিনের মধ্যেই ঘটল এই ঘটনা।

৩রা ডিসেম্বর দীপঙ্কর সুন্দরপুরে তার বাড়ি ফিরছিল বাইকে করে। তখন তাকে নৃশংসভাবে খুন করে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি যার নেতৃত্বে ছিল শেখ আমীর মণ্ডল। দীপঙ্করের মৃতদেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল এবং তার বুকে, পেটে ও হাতে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মুসলিমদের চাপে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার তো করেইনি, উল্টে তাদের রক্ষা করতেই পুলিশকে তৎপর দেখা যায়। সরকারের মুসলিম তোষণ কোন পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে তা বুঝতে পারা যায় যখন ৫ই ডিসেম্বর আর.জি.কর হসপিটাল মর্গে দীপঙ্করের মৃতদেহ তার পরিবারের লোকেরা নিতে যায়। দীপঙ্করের দুই নিকট আত্মীয়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। শেষে থাকতে না পেরে তারা যখন মৃতদেহ দাবী করতে শুরু করলেন, তখন স্থানীয় টালা থানার পুলিশ বলে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের থেকে নির্দেশ এসেছে যে, এই মৃতদেহ দিনের আলোয় গ্রামে নিয়ে গেলে স্থানীয় হিন্দু যুবকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, তাই এই দেরী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মুসলমানদের চাপে দীপঙ্করের বাড়ি যায় এবং গোপনীয়তার সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করে দিতে বলে।

হিন্দু সংহতি-র কার্যকর্তাদের প্রচেষ্টায় ৪টার সময় আর.জি.কর থেকে মৃতদেহ ছাড়ানো হয়। তবে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ পোস্টমর্টেমের কোন রিপোর্ট দেয়নি। বনগাঁ পুলিশের রঞ্জন নামক একজন আধিকারিক হসপিটালে উপস্থিত ছিলেন। যিনি প্রতি মুহূর্তে বনগাঁ পুলিশকে খবরাখবর দিচ্ছিলেন। রঞ্জনবাবু মৃতদেহের গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলে দীপঙ্করের বাড়ির লোকেরা স্থানাভাবের কথা বলে তাকে উঠতে দেয়নি। পরে বনগাঁ থানার ও.সি.-র চাপে শেষ পর্যন্ত রঞ্জনবাবু গাড়িতে উঠে পড়েন। দীপঙ্করের মৃতদেহ প্রথমে বারাসাতে আনা হয়, সেখানে হিন্দু সংহতির কার্যকর্তারা তাকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানায়। একইরকম ভাবে দীপঙ্করকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, চাঁদপাড়া থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত।

সেদিন রাতে পুলিশ দীপঙ্করের বাড়ি আসে এবং বাড়ির সদস্যদের সেই মৃতদেহ সৎকার করে নিতে জোর করে। তাদের বক্তব্য ছিল মৃতদেহ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হতে পারে। কিন্তু দীপঙ্করের বোন ও পরিবারের সদস্য পুলিশের দাবীকে অমান্য করে বলে তারা পরদিন সকালেই মৃতদেহ দাহ করবে। তারপর রাত সাড়ে এগারোটার সময় এলাকার এম.এল.এ. দীপঙ্করের বাড়ি এসে ঐ একই কথা বলে ব্যর্থ হয়। ৬ই ডিসেম্বর সকালে দীপঙ্করের মৃতদেহ নিয়ে যখন তার পরিবারবর্গ শ্মশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন হিন্দু সংহতি-র কার্যকর্তাসহ দুশোর মতো সংহতি সদস্য শবযাত্রায় সামিল হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল আকারে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়, বিশেষ করে হিন্দু সংহতির কার্যকর্তাদের বাড়ির সামনে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় পাঁচশোর উপর লোক বনগাঁর এস.ডি.পি.ও.-র অফিস ঘেরাও করে। দাবী ওঠে অবিলম্বে দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

হিন্দু মেয়েকে ভালোবেসে আত্মহত্যা করেছিল রিজওয়ানুর। তারজন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কত আন্দোলন। নাগরিক সমাজের কত মোমবাতি মিছিল। রিজওয়ানুরের জন্য বিজেপি এখনও মিছিল করছে। কিন্তু দীপঙ্করের জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলার কেউ নেই। কারণ সে হিন্দু। তারজন্য আছে একমাত্র হিন্দু সংহতি। হিন্দু সংহতির চাপেই এই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ৭ জন দুষ্কৃতির মধ্যে ৩ জনকে পুলিশ ধরেছে। কিন্তু প্রধান অপরাধী আমীর মণ্ডলকে পুলিশ এখনও ধরেনি। সে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও দীপঙ্করের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। এলাকার মানুষের অভিযোগ যে আমীর একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী। তার দুহাত কাটা। সে একজন বড় মাপের গরু পাচারকারী। তার অনেক পয়সা। তাই তার দুহাত না থাকলেও তার অদৃশ্য হাত অনেক লম্বা। তাই তাকে পুলিশ ধরছে না।

শ্লীলতাহানির চেষ্টা নিজেই রুখল দেবলা হালদার

গত ৫ই ডিসেম্বর, দঃ ২৪ পরগণার জয়নগরের কুলতলী থানার অন্তর্গত পূর্ব গোপালনগর গ্রামের (জালাবেড়িয়া নিকটস্থ) বাসিন্দা সুকুমার হালদারের নাবালিকা মেয়ে দেবলা হালদার (১৪), পার্শ্ববর্তী কেওড়াখালী নকুল সহদেব হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দুপুরবেলায় বাড়ি থেকেই স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই পাশের দমদমা গ্রামের ইছা সর্দারের ছেলে সামসুল সর্দার ওরফে কালু সর্দার তার পথ আটকে দাঁড়ায় এবং বলপূর্বক তাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করে। কিন্তু দেবলা হালদার সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করায় ঐ দুষ্কৃতি বিফল হয় এবং চেঁচামেচির ফলে স্থানীয় বাসিন্দা কপিল হালদার ও তার স্ত্রী ছুটে আসেন এবং ঐ স্থান দিয়ে মোটর সাইকেলে যাওয়া দুজন অচেনা আরোহীর সাহায্যে দেবলাকে উদ্ধার করা হয় এবং নালিশ জানাবার জন্য তাকে নিয়ে সামসুলের রাজনৈতিক প্রভাবশালী কাকা সওকত মাস্টার (সর্দার) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। যিনি এস.ইউ.সি.আই-র রাজ্য কমিটির সদস্য। কিন্তু ধর্মপ্রেমী কূটবুদ্ধি সম্পন্ন সওকত মাস্টারের ইচ্ছা একটু অন্য রকম। তাই তিন বিষয়টিকে লঘু করতে সক্রিয় হয়ে পড়লেন। কিছু হয়নি এমন গোছের কথা বলে পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে দিলেন দেবলাকে। এর কিছু পর খবর পেয়ে দেবলার কাকা সুশান্ত হালদার যান সওকত সর্দারের কাছে বিচার চাইতে, কিন্তু তিনি তার ভাইপোকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

তখন হালদার পরিবার কুলতলী থানায় গিয়ে একটি ডায়রি করেন (জি.ডি. নং ২৩৪, ৫-১২-১২) এবং প্রশাসন আশ্বাস দেয় যে তারা ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দেবে।

হালদার পরিবার সূত্রে যে খবর পাওয়া গেছে—দুষ্কৃতি সামসুল সর্দারকে ঐ দিনই গ্রেপ্তার করেছে এবং তার উপর ৩৭৬/৫১১, ৩৪১, ৩২৫, ৩৭৬/২০-১২-২০১২) ধারায় কেস চালু করেছে। কিন্তু এর কোন লিখিত প্রামাণ্য তথ্য আমরা পাইনি।

উল্লেখ্য যে এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত সামসুল সর্দারের এক কাকা বাবলা সর্দার ও তার দলবল কিছুদিন আগে জালাবেড়িয়াতে রাজনৈতিক পতাকার আড়ালে হিন্দুদের উপর এক নির্মম সাম্প্রদায়িক আঘাত হেনেছিল। মুসলমানরা দেবলার পরিবারকে কেস্ তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

গো-কুরবানি রুখল গ্রামেরই সাধারণ মানুষ

উঃ দিনাজপুরের ইটাহার থানার দুর্গাপুর পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত রাজগ্রামে বকরি ঈদের সময় গরু কাটাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জানা যায় যে এই হিন্দু বহুল মন্দির বেষ্টিত রাজগ্রামে মুসলমানেরা গরু কাটার অনুমতি আদায় করার জন্য প্রশাসনের সামনে গ্রামে ৫ জন বয়স্ক হিন্দু ও ৩০০ জন মুসলমান মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে রাজগ্রামে বকরি ঈদের দিন গরুকাটা হবে। কিন্তু ঐ গ্রামের হিন্দু যুবকেরা ও মহিলারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। ঈদের দিন জোর করে কাটার জন্য গরু নিয়ে এলে হিন্দু মহিলারা ও যুবকেরা বাধা দেয়, মুসলমানেরা পুলিশকে ডেকে আনে। পুলিশ এসে মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এলে হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হিন্দু প্রতিরোধের সামনে মুসলমান ও পুলিশ পরাস্ত হয়। রাজগ্রাম বেঁচে যায় গো-রক্তে অপবিত্র হওয়ার থেকে।

হিন্দু সংহতি-র

পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-তে

কলকাতার বিশাল জনসভায়

দলে দলে যোগ দিন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার, বেলা ১টা

আমাদের কথা

দিল্লীর ধর্ষণ ও আকবর ওয়াইসির ১৫ মিনিট

গত এক দেড়মাসে ঘটে গেল দেশ ও রাজ্যকে তোলপাড় করা কয়েকটি ঘটনা। দিল্লীতে একটি কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার পর দিল্লীর অরাজনৈতিক ছাত্র ও যুবরা এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন নজির সৃষ্টি করল। দিল্লী ও কেন্দ্র সরকারের প্রতি ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি যুবসমাজের পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকট হল। এর দ্বারা প্রমাণ হল যে নির্বাচিত দলগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ব্যথা বেদনার প্রতিনিধি নয়। অর্থাৎ এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের উপরই একটা বড় রকমের প্রশ্নচিহ্ন লেগে গেল। তার উপর এতবড় আন্দোলনও সেকুলারিজমের নোংরামির হাত থেকে রক্ষা পেল না। ওই ছাত্রীর গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে মোট ছয়জন অপরাধী ছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজনের নাম মিডিয়াতে বারবার প্রকাশিত হল কিন্তু একজনের নাম প্রকাশিত হল না। অথচ সেই একজনই ওই মেয়েটিকে দুবার ধর্ষণ করেছে এবং মেয়েটির যৌনাঙ্গে হাত ঢুকিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে নরম অন্ত্রগুলি টেনে বের করেছে, যার ফলে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে তারপর ওই ছেলেটির কথাতেই মেয়েটিকে বাস থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এতবড় নিষ্ঠুর পাশবিক কাজ করল যে নরপিশাচটি তার নাম মিডিয়া প্রকাশ করল না কেন? কারণ তার নাম মহম্মদ আফ্‌রোজ। বয়স নাকি সাড়ে সতের। তাই আইনের ফাঁক দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে মহান সেকুলার পন্থীরা।

দ্বিতীয় বড় ঘটনাটি হল হায়দ্রাবাদের মজলিস্-ই-ইত্তেহাদ মুসলিমিন দলের বিধায়ক আকবরুদ্দিন ওয়াইসি গত ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলার নির্মল নামক স্থানে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। হিন্দিতে এই বক্তৃতার প্রতিটি বাক্যে তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ, ভারত বিদ্বেষ, হিন্দু ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও ব্যঙ্গ ছড়িয়েছেন ও হিন্দুদেরকে প্রত্যক্ষ হুমকি দিয়েছেন। তিনি ভারতের ১০০ কোটি হিন্দুকে 'না-মর্দ' বলেছেন। নরেন্দ্র মোদিকে বলেছেন 'কিধার কা মোদি, কাহেকা মোদি?'মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন একবার হায়দ্রাবাদ আসতে। রাম ও রামের জন্মস্থান নিয়ে এবং হিন্দুদের বহু দেবদেবী নিয়ে যথেচ্ছভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। আর এই ওয়াইসি গোটা হিন্দুস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য পুলিশ সরিয়ে নিয়ে ১০০ কোটি হিন্দুর সঙ্গে ২৫ কোটি মুসলমানের লড়াই হয়ে যাক এবং তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে কার শক্তি বেশী। বিপুল করতালির মধ্যে তিনি ধমক দিয়ে বলেছেন যে নামাজ, কলমা ও কোরাণের শক্তির সামনে পৃথিবীর কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। তিনি দাবী করেছেন নরেন্দ্র মোদিকে ফাঁসি দিতে হবে এবং তিনি হুমকি দিয়েছেন যে বাবরি মসজিদ ওখানেই তারা আবার তৈরী করবেন। এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের এই বক্তৃতা ওয়াইসি কোন স্টুডিওতে বা নির্জন স্থানে করেননি। এক বিশাল জনসভায় করেছেন। ওই বক্তৃতা শুনে হাজার হাজার মুসলমানের করতালি, উন্মাদনা, 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর' স্লোগান, পতাকা নাড়ানো —এসবই ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এবং তার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ মুসলমানের মনোভাব। এই আকবর ওয়াইসির বক্তৃতা তুচ্ছ করা যাবেনা কারণ ইনি একজন জনপ্রতিনিধি এবং এর দল MIM কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কেন্দ্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের শরিক ছিল।

আমাদের দেশের সংবিধানের যতগুলি ধারা আছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি, বিদ্বেষ, উত্তেজনা ছড়ানোর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ও হানাহানির প্ররোচনা দেওয়ার—সমস্ত ধারাগুলিই ওয়াইসির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আমাদের 'না-মর্দ' কংগ্রেস সরকার তা করতে পারবেনা তা নিশ্চিত। হায়দ্রাবাদ শহরের হিন্দুরা তাদের পৌরুষ দেখিয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিক চারমিনারের গায়ে ভাগ্যলক্ষ্মী মন্দির তৈরী করে প্রমাণ করে দিয়েছে কারা মর্দ আর কারা না-মর্দ। হায়দ্রাবাদের হিন্দুনেতা যুবক রাজা সিং ঠাকুরই (তেলেগু দেশম পার্টির কাউন্সিলর) যথেষ্ট ওই আকবরুদ্দিন ওয়াইসির চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য। কিন্তু ওয়াইসি শুধু হায়দ্রাবাদ বা অন্ধ্রপ্রদেশের মুসলমানের কথা বলেননি। তিনি সারা দেশের ২৫ কোটি মুসলমান ও ১০০ কোটি হিন্দুর কথা বলেছেন। হিন্দু ও হিন্দুস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাই আমরাও দাবী জানাচ্ছি — ওয়াইসির দাবী মেনে নেওয়া হোক। ১৫ মিনিটের জন্য সারা দেশ থেকে পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হোক।

বীরভূমে ধর্মান্তরিত আদিবাসীরা ফিরল স্বধর্মে

ধর্মান্তরিত হওয়া প্রায় চারশো আদিবাসী ভুল বুঝে ফিরে এলেন স্বধর্মে। ২৮শে নভেম্বর, বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের ভাটিনা গ্রামে।

ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞ, নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষকে রুটির লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে একটি ধর্মের কিছু ধর্ম প্রচারক। হিন্দু আদিবাসীরা দলে দলে এদের শিকার হচ্ছে। তারা নিজ ধর্ম ছেড়ে ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল।

অবশেষে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের তাদের ভুল বুঝতে পারে। ২৮শে নভেম্বর, বুধবার ভাটিনা গ্রামের সিংহবাহিনী মন্দির সংলগ্ন পুকুরে আদিবাসী মহিলা এবং পুরুষেরা স্নানের পর সেখান থেকে ঘটে জল ভরে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে এসে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে জল ঢালে। মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয় হোমযজ্ঞ ও পূজা। আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয় এবং সমস্ত ঘটনাকে সমর্থন জানায়। এই ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে বুধবার গ্রামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন গ্রামেরই আদিবাসী যুবক চুরকা টুডু। এই অনুষ্ঠানে ফিরে আসা সমস্ত আদিবাসীকে স্বধর্মে গ্রহণ করা হয়।

হিঙ্গলগঞ্জে অবৈধভাবে জমি দখলের চেষ্টা

উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর কয়েক বিঘা জমি আছে যার মধ্যে আশি (৮০) শতক জমি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি বলে দাবি করে স্থানীয় মুসলমানরা এবং আইনের মাধ্যমে তা দখল করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৭ই মে ২০১০-এ ওয়াকফ বোর্ডের তরফ থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় যে ঐ জমির উপর তাদের কোন অধিকার নেই, জমির প্রকৃত মালিক গোপাল চক্রবর্তী মহাশয়।

ওয়াকফ বোর্ডের-এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় মুসলমানরা মেনে নিতে পারে নি। তারা গোপাল বাবুকে বিভিন্নরকম মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাইছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মহল থেকে তার উপর হুমকি ও অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। ঘটনাটি জানার পর হিন্দু সংহতি গোপাল বাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে যে হিন্দু ভূমি রক্ষা করার জন্য হিন্দু সংহতি সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে।

মুসলিম দুষ্কৃতিরা ঠাকুর ভাঙল

গত ২৭শে নভেম্বর শান্তিপুর-গোপালপুরের অন্তর্গত পুটোপুটিতলায় মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা ঠাকুর আক্রান্ত হন। রাসপূর্ণিমার পূজা উপলক্ষে ঠাকুরপাড়ায় যে মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়, গভীর রাতে দুষ্কৃতিরা এসে তা ভেঙে দেয়।

ঘটনার সূত্রপাত, ২৭শে নভেম্বর মহরমের দিন মুসলিমরা রাত ১১টা নাগাদ পুটোপুটিতলার উপর দিয়ে মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল। ঐখানে একটি কুমোরপাড়া আছে, যেখানে কুমোর শিল্পীরা ঠাকুর তৈরি করে। রাসের পূজা উপলক্ষে শিল্পীরা কৃষ্ণ, কালী, নারায়ণ প্রভৃতি ১৬টি মূর্তি গড়ে রেখেছিল। সশস্ত্র মহরমের মিছিলটি পুটোপুটিতলা দিয়ে যাওয়ার সময় ঠাকুরগুলোকে দেখে যায়। তখনকার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার সময় ঐ অঞ্চলের নতুনপুকুর থেকে কিছু দুষ্কৃতি লাঠি, রড, তলোয়ার নিয়ে এসে মূর্তিগুলোকে ভেঙে দেয়। উল্লেখ্য, নতুনপুকুর জায়গাটা মুসলিম যুবকদের মদ খাওয়া, জুয়া খেলার আড্ডা। অঞ্চলে অভিযোগ ওখানে বসে মুসলিম যুবকরা অনেক রাত পর্যন্ত মদ খায় ও চিৎকার চেঁচামেচি করে। ওরাই মদ খেয়ে এসে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঠাকুরগুলো ভাঙে।

পুটোপুটিতলার হিন্দুরা এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং চড়াতে চাইছে। তাদের বক্তব্য, বর্তমান সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় বিরোধী দলের এই অপকর্ম। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কথায়, নতুনপুকুর অঞ্চলের মুসলিম দুষ্কৃতিরাই রাতের অন্ধকারে ঠাকুর ভেঙে দিয়েছে। এই ব্যাপারে শান্তিপুর থানায় কেস ডায়েরি করা হয়েছে (কেস নং-৮২৫)। এখন দেখার পশ্চিমবঙ্গের সেক্যুলার পুলিশ এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এর আগেও শান্তিপুর অঞ্চলে দুষ্কৃতিদের দ্বারা একাধিক ঠাকুর ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। অথচ প্রশাসন থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বেতনায় ঠাকুর ভাঙল পুলিশ

উঃ দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার বেতনা গ্রামের দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলে পাশবিকভাবে মূর্তি ভাঙল পুলিশ। গত ১৯শে অক্টোবর পঞ্চমী তিথির দিন একজন ট্রাক ড্রাইভার এসে পূজা কমিটির ছেলেদেরকে বলে যে তার সব কিছু লুঠ করে নিয়েছে। তখন পূজা কমিটির ছেলেরা ঘটনাস্থলে (এলাকায় মুসলিম দুষ্কৃতিদের অত্যাচারে স্থানীয় লোকদের মুখ খোলার সাহস হয় না) গিয়ে দেখে একটি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলে পুলিশের লোক পূজা কমিটির ছেলেদের মারতে যায় ও দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। ষষ্ঠীর দিন রাত ১১টা নাগাদ একটি সাদা গাড়ি প্যাণ্ডেলের সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যায়। তার পিছনে পুলিশের গাড়ি আসে। থানার সেকেণ্ড অফিসার তরুণ কর্মকার মদ্যপ অবস্থায় এসে স্থানীয় লোকেদের মারধোর করতে থাকে, গালাগালি দেয়। তখন স্থানীয় লোকেরা বাধা দিলে পুলিশের সাথে লোকেদের ধস্তাধস্তি হয়। তখন মেজবাবু তরুণ কর্মকার পূজামণ্ডপে উঠে গিয়ে লাথি মেরে সরস্বতী ও কার্তিকের মূর্তি ভেঙে দেয়। মহিলারা আটকাতে এলে তাদেরকে মেরে হাতের শাঁখা ভেঙে দেয়, শাড়ি ছিঁড়ে দেয়। ৬ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পুলিশ ২৪ জনের নামে কেস্ দেয় ও ৪ জনকে অ্যারেস্ট করে। সপ্তমীর দিন মূর্তি ভাঙা ও মহিলাদের উপর পুলিশি নিগ্রহের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ ও ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর লাঠি চার্জ করে ও ২৬ জনের নামে কেস্ দেয়। ১ জনকে গ্রেফতার করে।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ ছিনতাইবাজ মুসলমান ছেলেদের সাথে পুলিশের যোগসাজসের জন্য ছিনতাই রোখা যাচ্ছে না। পূজা কমিটির ছেলেরা ছিনতাইয়ের প্রতিবাদ করায় বেতনার এই পূজা ও মহিলাদের উপর পুলিশের অত্যাচার নেমে আসে।

বনগাঁয় গরু চালানের ট্রাক প্রাণ নিল ৫ জনের

বনগাঁ অঞ্চলে গোরু পাচারচারীদের দৌরাত্ম্য এবার ছিনিয়ে নিল বিয়েবাড়ি ফেরত পাঁচটি তাজা প্রাণ। গোরু বোঝাই ট্রাকগুলোর অনিয়ন্ত্রিত গতিই এই দুর্ঘটনার কারণ।

রবিবারে দুর্ঘটনাটি ঘটে রাত ১টার সময়। বনগাঁর পূর্বপাড়ার খালপাড়ায় বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন নদীয়ার ফুলিয়ার বাসিন্দা গোরাচাঁদ সমাদ্দার ও তার পরিবার। বউভাতের অনুষ্ঠান সেরে একটি স্করপিও গাড়ি করে তারা ফিরছিলেন। রাস্তার উপর অনেক সারিবদ্ধ ট্রাক তখন দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরই একটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। সেই সময় উল্টোদিক থেকে গরু বোঝাই একটি দশ চাকার ট্রাক এসে স্করপিওটিকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে গোরাচাঁদ সমাদ্দার (৪২), তার দুই ছেলে মেয়ে সায়ন্তন (১২) ও অনুষ্কা (৬) এবং গাড়ির ড্রাইভার চিরঞ্জীব বসাকের (৩৫) মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় গোরাচাঁদবাবুর স্ত্রী লক্ষ্মী সমাদ্দারকে (৩০) বনগাঁ মহকুমার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি মারা যান। আহত আরও ছয়জন বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে তাদের অবস্থায় অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

গরু পাচারকারীদের প্রভাবে বনগাঁর জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এরা এতদিন জমির ফসল নষ্ট করেছে, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে, এবার সাধারণের জীবন নিল। কিন্তু এতসবের পরও প্রশাসন কেন গরু পাচার রোখার চেষ্টা করছে না, তা সাধারণের বোধগম্য হচ্ছে না। ফলতঃ উত্তরোত্তর তাদের ক্ষোভ বাড়ছে।

পুঞ্চে প্রাণসঞ্চার ঃ আমার শিক্ষালাভ (৪)

তপন কুমার ঘোষ

২০০৫ সালে প্রথম যাত্রা। পরের বছর থেকেই দেখা গেল, পুঞ্চের যেসব ছেলেরা জম্মু বা অন্যান্য স্থানে কাজ করে, তারা এই যাত্রার সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসছে এবং যাত্রার সেবায় লেগে যাচ্ছে। জেহাদী সন্ত্রাসের দাপটে ভাল রেস্টুরেন্ট বা খাবার দোকান একটাও ছিল না। যাত্রার দ্বিতীয় বছর থেকে শহরের রূপ পাল্টাতে লাগল। নতুন নতুন ভাল দোকান খুলতে লাগল, আর পুরনো দোকানগুলো নতুন করে সাজতে লাগল। বজরং দলের সংগঠিত যাত্রার বাইরেও জম্মু সুন্দরবনী রাজৌরী প্রভৃতি স্থান থেকে ভক্তরা বাস, ম্যাটাডোর, জিপ রিজার্ভ করে আসতে লাগল। বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরের গায়ে শশী বর্মার একটামাত্র দোকান ছিল। সেই দোকানের সংখ্যা এখন বেড়ে ২০টারও বেশি হয়ে গিয়েছে। বরফ পড়ার সময়টা ছাড়া সারা বছর ভক্তরা আসছে। আর দশনামী আখড়াতে একটা বিশাল সুদৃশ্য পাকা হল তৈরি হল যাতে ৫০০ লোক শুতে পারে।

আমি তিনবছর যাত্রার আয়োজনে ছিলাম। পুঞ্চ শহরের প্রতিটি মানুষ আমাকে নামে চিনত। প্রশাসনের সবাই চিনত। বহু বাড়ি থেকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আসত। কোথাও ভোজন, কোথাও জলযোগ করতাম, অবশ্যই দিল্লী থেকে নিয়ে যাওয়া কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে। প্রথম বছরে এই যাত্রার জন্য সংগঠন থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ১০-১২ দিনের সুমো গাড়ির ভাড়া ছাড়া এই বিশাল যাত্রার জন্য এক পয়সা খরচও সংগঠন থেকে আমাকে নিতে হয়নি। তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে ধনঞ্জয়জীর আগ্রহে গাড়ির খরচও স্থানীয় কমিটির কাছ থেকে নিলাম।

এই তিনবছর যাত্রার সময় সমগ্র পুঞ্চ জেলায় বহু স্থান ঘুরেছি। দুর্গম ও বিপজ্জনক স্থানগুলোতে গিয়েছি। সীমান্তে সেনাবাহিনীর আউটপোস্ট ও বাঙ্কার দেখতে গিয়েছি। বহু মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের মনোভাব ও এলাকার পরিস্থিতি জেনেছি। আমাদের সেনাবাহিনী কিভাবে সাহসী যুবকদেরকে সীমান্তের ওপারে অ্যাকশনে পাঠায়, তারা ধরা পড়লে কী হয়, সেসব রোমাঞ্চকর ঘটনা জেনেছি। আর আমি ছোটবেলা থেকে সংঘের স্বয়ংসেবক বলে পুঞ্চের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গেও খুব মিশেছি। চন্দ্রমোহনজী, ডাকনাম চন্নুজী একজন বয়স্ক স্বয়ংসেবক। দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে আসা। তাঁর সঙ্গে তো আমার খুবই ভাব ছিল। বাজারে তাঁর স্টিল বাসনের দোকান। দুপুরে সময় পেলেই তাঁর দোকানে দীর্ঘসময় কাটাতাম ও তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতাম। খুবই পরিশ্রমী। ভোরবেলায় সব থেকে আগে আখড়ায় চলে আসতেন চা-এর ব্যবস্থায়। রাত্রে সবশেষে আমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী যেতেন। আমাকে সবরকম কাজে সাহায্য করতেন এবং অন্য স্বয়ংসেবকদেরও কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিল দীপু। একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। খুব মিষ্টি ছেলে। সেও আমার টিমে ছিল। তাকে খুঁচিয়ে জানা গেল যে অনেক বীরত্বের গান গাইলেও কোনদিন কোন মুসলমানের গায়ে হাত তোলেনি। এই নিয়ে তাকে অনেক ব্যঙ্গ শুনতে হল। তারপর একদিন রাত্রে সে বিশ্ববিজয়ীর ভঙ্গীতে এসে বলল যে আজ সে পেরেছে। কি ব্যাপার? বিকালে মাঠে যাত্রীরা এসে পৌঁছেছিল, জিলিপির স্টল থেকে লাইন দিয়ে জিলিপি নিচ্ছিল, সেই লাইনে কয়েকটা স্থানীয় মুসলমান ছেলে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের ছেলেরা গিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করাতে একটা ছেলে মিথ্যা করে হিন্দু নাম বলেছিল। তাতেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেলেরা খুব পিটিয়েছে। তাতে দীপুও হাত লাগিয়েছে এবং অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। এসব এলাকাতেও অনেক সদ্‌ভাবনা মিশন প্রভৃতি আছে। সবগুলিই চলে সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায়। সেখানে অনেক মান্যগণ্য হিন্দু ব্যক্তিরা যান বা তাদেরকে যেতে হয়। সেখানে সকলের বক্তৃতাতেই শুধু আমন্-চয়ন আর ভাইচারার কথা। অবাম্-রা আমন্ চয়ন চায়-এই কথা শুনতে শুনতে কান পচে যায়। উর্দুতে অবাম্ মানে আপামর জনসাধারণ হিন্দু মুসলমান সবাই। আর আমন্ চয়ন মানে শান্তি ও স্বস্তি। কিন্তু যখন হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, সে সাধারণ হিন্দুই হোক আর মান্যগণ্যই হোক, সেই আলোচনায় 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই'—একথা আমি কোনদিন শুনিনি। অর্থাৎ, সভা সমিতিতে আমন্-চয়ন আর ভাইচারা-র ফুলঝুরি। কিন্তু নিজস্ব আলাপে 'হম্' আর 'ওহ্'। পুঞ্চের তিনবছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওখানে প্রত্যেকটি হিন্দু বোঝে যে, যতক্ষণ তাদের শক্তি আছে, এরমধ্যে সেনাবাহিনীর শক্তিটাও ধরা আছে, ততক্ষণই তারা এখানে থাকতে পারবে। সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে লাখ ভাইচারা দিয়েও তারা এখানে থাকতে পারবে না। কাশ্মীরী পণ্ডিতরা ভাইচারা-র বক্তৃতা এদের থেকে কম করেনি। তারা আজ জম্মু-দিল্লীতে রিফিউজি। তাই দীপু যখন মুসলিম ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারল, অন্যদের কাছে ওটা বীরত্ব নয়। একান্তই প্রয়োজনীয় কাজ। গ্রামের ছেলের সাইকেল চালানো শেখার মত।

অতি বিশাল হলঘরটা হওয়ায় দশনামী আখড়ার চেহারা পাল্টে গেল। মণ্ডীতে মন্দিরের অমসৃণ পাথরের শিললিঙ্গকে ধনঞ্জয় পাঠক নাম দিলেন 'চট্টানী বাবা'। কাশ্মীরের অনন্তনাগে অমরনাথ মন্দিরে তুষারলিঙ্গ বলে তাকে অনেকে 'বর্ফানী বাবা' বলে। বুঢ়া অমরনাথ পাথরের বলে এর নামকরণ হয়ে গেল 'চট্টানী বাবা'। মন্দির ট্রাস্টি মন্দিরের সুন্দর রঙ করার সময় এটা লিখেও দিলেন। মন্দির চত্বর জনবহুল হয়ে উঠল। দোকানদাররা এখন অনেকেই রাতেও ওখানে থেকে যান। পুঞ্চ শহরের রূপ পাল্টে গেল। নতুন নতুন আধুনিক দোকান তো হয়েইছে, অনেক নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হতে লাগল। সকলেই একবাক্যে জানাল—বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই শহরে একটাও নতুন পাকা বাড়ি হয়নি। একটাও ছাদ ঢালাই হয়নি। এখন হচ্ছে। এককথায়—মাইগ্রেশন বা পলায়ন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে ফিরে আসতে লাগল।

এসবেরই নিমিত্ত বা উপলক্ষ হলাম আমরা বা বজরং দল। পুঞ্চে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। বজরং দলের নামে পরিচিত নিশু গুপ্তর রোয়াব বেড়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশনামী আখড়ারও মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। আখড়ার মর্যাদা বাড়া মানে সেখানকার কর্মকর্তাদেরও মর্যাদা বাড়া। বসন্তরামজী তার প্রধান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে গেল। তাতেই হয়ে গেল আমার আর ধনঞ্জয়জীর সমস্যা। কারণ, বসন্তরাম-জীর দোষ তিনি বিজেপি করেন না, বা সংঘ পরিবারেরও সদস্য নন। তার উপর আবার মিউনিসিপ্যালিটির কংগ্রেসী চেয়ারম্যান সর্দার রাজেন্দ্র সিং আমাদের

সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। উনি আবার প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দু'বার করে আখড়ায় প্রণাম করতে যান। তাই এতবড় যাত্রার লাভটা পরোক্ষভাবে কংগ্রেস পেয়ে যাচ্ছে, বিজেপি পাচ্ছে না। এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। অথচ সংঘের চন্নুজীও তো আমার ছায়াসঙ্গীর মত কাজ করছেন। তাহলে সংঘ বা বিজেপি-রও তো লাভ পাওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ, এই যাত্রার ব্যবস্থায় বিজেপি-র নেতাদেরকে সক্রিয়ভাবে দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা তাদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। (একটু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে জম্মু থেকে যখন পার্টির রাজ্যস্তরের নেতারা আসেন, তখন তাদেরকে নিজের বাড়িতে রাখেন ও ভালোভাবে আপ্যায়ন করেন—এটাই তাদের রাজনৈতিক যোগ্যতা ও সক্রিয়তা)। আর কোন এক রহস্যময় কারণে সদা সক্রিয় চন্দ্রমোহনজী বা চন্নুজী আর এস এসের কোন বড় দায়িত্বে নেই। দায়িত্বপূর্ণ জেলা কার্যবাহ ক্ষেত্রপালজী, স্কুল শিক্ষক এবং ভাল লোক—তাঁকে আমরা সঙ্গে পাইনা। এমনকি তাঁর দেখাও কম পাই। তাহলে কি হবে, তাঁদের সকলেরই মনোভাব, তারমধ্যে চন্নুজীও আছেন, বজরং দল সংঘ পরিবারের অঙ্গ। তারা এত খেটেখুটে এত খরচ করে সারা দেশে থেকে কর্মী সদস্যদের নিয়ে আসছে। এত সুনাম হচ্ছে। আর সেই লাভের গুড়টা বিজেপি পাবে না—এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তাই এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার ও ধনঞ্জয়জীর উপর অনেকটাই চাপ সৃষ্টি করলেন। আমরা কিছুটা মেনেও নিলাম। শহরে যারা যাত্রীদেরকে ভোজন, চা, জলখাবার খাওয়াতে চান, তাদের সম্বন্ধে প্রধান বসন্তরামজীই সিদ্ধান্ত নিতেন। সংঘের চাপে সেই দায়িত্ব আমরা বসন্তরামজীর হাত থেকে নিয়ে নিলাম ও আমাদের বকলমে আর এস এস বিজেপি-র হাতে দিয়ে দিলাম। কিন্তু এতেও তাঁদের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। তাই তারা এবার আমাদের উপর চাপ দিতে লাগলেন যে এই যাত্রার প্রধান কার্যালয়কে এবং বেস ক্যাম্পকে দশনামী আখড়া থেকে সরিয়ে আনা হোক। আমরা বললাম, অত বড় জায়গা, বাথরুমের ব্যবস্থা, রান্নাঘরের ব্যবস্থা, অত বড়বড় হাঁড়ি কড়াই—এসবের ব্যবস্থা আর কোথায় আছে? তারা বললেন, না সে তো আর কোথাও নেই। কিন্তু জিনিসপত্র সব যোগাড় হয়ে যাবে। আর বড় মাঠে বড় করে প্যাণ্ডেল করে সেখানেই সব ব্যবস্থা করা হবে। এটা মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি আর ধনঞ্জয়জী আলোচনা করলাম। দশনামী আখড়া শুধু শহরের নয়, গোটা জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির। সকাল সন্ধ্যা দুবেলা বহু মানুষ এই মন্দিরে আসে। এ মন্দির অত্যন্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং এর গায়ে কোন রাজনৈতিক ছাপ নেই। কোনো মানুষ এই মন্দিরে আসতে দ্বিধা বা সংকোচ করে না। আমরা বজরং দল, আমাদের গায়ে একটা স্পষ্ট দলীয় ছাপ আছে। তা সত্ত্বেও এই মন্দিরকে কেন্দ্র করায় সব মানুষ নিঃসংকোচে আমাদের কাছে এগিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক অন্য রঙ থাকায় যদি বা কারো অল্প সংকোচ হয়েছে, আমাদের ব্যবহারে তা কেটে গিয়েছে। আমার মানসিকতা খুব স্পষ্ট ছিল—হিন্দুকে হিন্দু হিসাবে দেখি, তার পার্টির পরিচয় দেখি না। তাই কোন হিন্দুকে কাছে টানতেও আমার আটকায় না, কাজের দায়িত্ব দিতেও আমার এতটুকু দ্বিধা হয় না। তার উপর পুঞ্চের যে বিরাট সমস্যা অর্থাৎ হিন্দু পলায়ন—তা রুখতে যে এক প্রচণ্ড হিন্দু ঐক্য দরকার, তা কখনই একটা দলীয় ছাপ গায়ে নিয়ে তৈরি হতে পারে না। এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে সেই হিন্দু ঐক্য গড়ে উঠেছে। দলীয় ফায়দা তোলার জন্য এই ঐক্যকে কোনভাবেই ব্যাহত হতে দেব না। আমি ও ধনঞ্জয়জী এই পরামর্শ করে আমাদের উপরওয়ালা প্রকাশজী ও মিলিন্দ পরান্ডের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁরাও আমাদের মতে সায় দিলেন। পুঞ্চের সংঘ পরিবারকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারলাম না।

বাবা বুঢ়া অমরনাথ যাত্রার শুরু থেকে মাত্র তিন বছর আমি পুঞ্চে গিয়েছি। ২০০৮ সাল থেকে আর যাইনি। পুঞ্চ থেকে বার বার ডাক এসেছে। তাও যাইনি। কিন্তু খবর রেখেছি ও খবর পেয়েছি। আমরা যা চেয়েছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। প্রথম বছর ৭ দিনে আমরা মোট ৬০০০ যাত্রীকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তৃতীয় বছরে সংগঠনের ব্যবস্থায় প্রায় ১২,০০০ ও আরও ২-৩ হাজার সাধারণ যাত্রী দর্শনে গিয়েছিল। সংবাদমাধ্যম থেকে খবর পেলাম— এবছর অর্থাৎ ২০১২ সালে আড়াই লক্ষ যাত্রী বুঢ়া অমরনাথ দর্শন করেছে। বজরং দলের ব্যবস্থায় যে যাত্রা এবার গিয়েছে, প্রথমদিন সকালবেলায় পুঞ্চ শহর থেকে সেই যাত্রাকে সবুজ পতাকা দেখিয়েছে আর এস এসের সহযোগী সংগঠন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের মুসলমান নেতা। আমার দিক থেকে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠকরা নিজ নিজ মত তৈরি করে নিন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই যাত্রায় এখন ধনঞ্জয় পাঠক ও সুশীল সূদন আর নেই।

(সমাপ্ত)

বর্ধমান-গুসকরা অঞ্চলে ''বালিকা বিদ্যালয় দখল করে মাদ্রাসা গড়ার অপচেষ্টা''

ইসলামিক আগ্রাসনের শিকার হল বর্ধমান-গুসকরা ওড়গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়। স্থানীয় গরীব মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য আজ থেকে ৩২ বছর আগে এলাকার মাননীয় ডাক্তারবাবু ডাঃ নন্দলাল রায় ১০ বিঘা জমি দান করেন, যাতে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে। স্থানীয় মানুষেরা ২৭ বছর ধরে অর্থ সংগ্রহ করে স্কুল চালায়। কিন্তু নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন সাহায্য এই স্কুল পায় না। প্রবল অর্থ সংকটের কারণে ৬ বছর আগে স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। খবরে প্রকাশ ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক ও সি.পি.আই. (এম) নেতা আজগার আলি ঐ বিদ্যালয়ের স্থানে অবৈধভাবে মাদ্রাসা গড়ার চক্রান্ত করে। বেআইনি ভাবে নিজে ঐ জমি আলামিন মিশন নামে একটি কট্টর ইসলামিক সংস্থার কাছে মাদ্রাসা গড়ার জন্য ভুয়ো কাগজ তৈরি করে দেন। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন যে জমি ডাঃ নন্দলাল রায় বালিকা বিদ্যালয় গড়ার জন্য দান করেন এবং দানপত্র দলিলও করে দেন সেই জমিতে ইসলামিক শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা গড়া হবে কেন? ঐ জমি মাদ্রাসার নামে যাতে দখল না হয় তারজন্য স্থানীয় সি.পি.আই. (এম) ও টি.এম.সি. নেতাদের কাছে আবেদন করলে মুসলিম ভোটের আশায় তারা এর কোন প্রতিবাদ করে না। ভোট ব্যাঙ্কের আশায় বালিকা বিদ্যালয়ের জমি ইসলামিক আগ্রাসনের শিকার হবে কেন প্রশ্ন সবার মধ্যে।

আসামী-পুলিশ যোগসাজশ

প্রতিবাদে রণক্ষেত্র বনগাঁর দেবগড়

মহিলা নিগ্রহের প্রতিবাদে বনগাঁ থানায় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ

গত ১১ই ডিসেম্বর বনগাঁর দেবগড় অঞ্চলে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল শঙ্কর রায়ের কন্যা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কোয়েল রায়। এই সময় সুন্দরপুরের গরুর দালাল সফিকুল মোল্লা তার সাকরেদদের নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় দেবগড়ের মধ্য দিয়ে সুন্দরপুরের দিকে মারুতি ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই মারুতি ভ্যানের দরজা খুলে সফিকুল ও তার সাকরেদরা কোয়েলের হাত ধরে তাকে মারুতি ভ্যানে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কোনরকমে সফিকুলের হাত থেকে পালিয়ে কোয়েল পাশের এক বিয়ে বাড়িতে ঢোকে ও বাঁচাও বাঁচাও বলে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এরপর সফিকুলরা সুন্দরপুরের দিকে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। কোয়েলের চিৎকার শুনে ঐ অঞ্চলের কিছু স্থানীয় যুবক একত্রিত হয়। সাড়ে আটটা নাগাদ সফিকুলের ঐ গাড়িটি ফিরে আসতে দেখে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী গাড়িটি আটকায় ও ভাঙচুর করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর বনগাঁ থানা পুলিশ এলাকায় পৌঁছায় ও গাড়িটিকে বনগাঁ থানায় নিয়ে আসে। পরে কোয়েলের মা কাকলি দেবী অপরাধীদের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ কাকলি দেবীকে আশ্বাস দেয় যে দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু পরের দিন অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর প্রকাশ্যে আসামীদের ঘুরতে দেখা যায়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখে অঞ্চলের মহিলা কাউন্সিলরের স্বামী মানস মহন্ত ও হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখার ব্লক সভাপতি পার্থ হাওলাদারের নেতৃত্বে স্থানীয় একটি খেলার মাঠে দুপুর বারোটা নাগাদ চারশো যুবক একত্রিত হয়।

এরপর বনগাঁ শাখার হিন্দু সংহতির লড়াকু নেতা অজিত অধিকারী, সমীর মণ্ডল ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। পরে গ্রামবাসীদের নেতৃত্বে মিছিল করে বনগাঁ থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কিন্তু আই.সি. জাফর আলমের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী যশোর রোডের উপর বাটার মোড় অবরোধ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলে নিতে বললে গ্রামবাসী তা অস্বীকার করে। এরপর অবরোধ তুলতে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরাও পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। মুহূর্তে এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে (বিজয় পাল, মনোজ পাল ও সাগর)। পরে রাত সাড়ে তিনটার সময় বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। এই পাঁচজন হল হিন্দু সংহতি কর্মী পার্থ হাওলাদার, দুলার গোঁসাই, সুব্রত রায়, সুরেন রায় ও মনোজ রায়। এদের পরের দিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ছয়জনকে জেল হাজত ও দুইজনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

ফলতায় জোর করে বাস্তুচ্যুত করার চেষ্টা

দঃ চব্বিশ পরগণার ফলতার হাসিম নগরের বাসিন্দা দেবাশিষ মাইতি, সে প্রায় প্রতিবন্ধী। বাড়িতে বাবা-মা ও একাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা এক বোন আছে।

বেশ কয়েক মাস আগে মহেশতলা থানার বাসিন্দা জাহিরউদ্দিন ও তার মামা সইদুল শেখ দেবাশিষের বড়মা-র কাছ থেকে একটি সম্পত্তি অবৈধভবে কিনে পেশিশক্তির দ্বারা দখল নেয়। এরপর তারা দেবাশিষদের বাস্তুচ্যুত করতে উঠে পড়ে লাগে। এমতাবস্থায় তারা থানায় ডায়েরি ও কোর্টে কেস করতে বাধ্য হয়।

এরফলে, জাহিরউদ্দিনদের রাগ পড়ে দেবাশিষের পুরো পরিবারের দিকে। একদিন দেবাশিষের বোন পুকুরগাটে বাসন মাজতে গেলে সইদুল শেখ তার উপর অত্যাচার করে তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। তার চিৎকার শুনে বাবা-মা ছুটে এলে তাদেরকেও সইদুলরা মারধোর করে ও দেবাশিষের মাকে প্রায় বিবস্ত্র করে দেয়। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী প্রাক্তন প্রধান শেখ আনসার আলিকে জানালে তিনি উল্টে এদেরকে শাসান। কিন্তু তদন্তে ওরা দোষী সাব্যস্ত হলে থানার আই.সি. সুনীল সিকদার ওদের গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তারা জামিনে মুক্ত আছে।

এরপর থেকে দেবাশিষ ও তার পরিবারের উপর অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। দেবাশিষকে বিভিন্ন জায়গায় ধরে শাসাতে থাকে ও রাস্তাঘাটে তার বোনকে টোন-টিটকিরি মারতে থাকে। স্থানীয় বিধায়ক ও সমিতির সদস্যদের (এরা সকলেই হিন্দু) সমস্ত কথা লিখিতভাবে জানালেও তারা কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি। এমন কি দঃ দব্বিশ পরগণার ডি.এস.পি. পাপিয়া সুলতানাকে লিখিত জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। ফলতঃ দেবাশিষদের বাস্তুচ্যুত করার চেষ্টা জোর কদমে চলতে থাকে। দেবাশিষের বোনকেও তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতিরা। এরপরেই বাড়ির লোকেরা ঐ মুসলমান দুষ্কৃতিদের ভয়ে মেয়েকে অন্যত্র আত্মীয় বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে তারা বাস্তুচ্যুত হবার ভয়ে ও মুসলমানদের অত্যাচারে অসহায়ভাবে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। প্রশাসনের দরবারে বারবার আবেদন করেও কোন সুরাহা হয়নি।

ভাটপাড়ায় প্রশাসনের সাহায্যে অবৈধ কবরস্থান তৈরির চক্রান্ত

উত্তর ২৪ পরগণার কাঁকিনাড়ার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সুগিয়াপাড়ায় ১.৭ একর জমির একটি মাঠ আছে। ঐ মাঠকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তুঙ্গে। মাঠটি ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হল সি.পি.এম.-এর। তবে অঞ্চলের তৃণমূলের এম.এল.এ. তথা ১৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্জুন সিং (যিনি ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)-এর প্রভাব রয়েছে। স্থানীয় একটি ক্লাব রয়েছে যা তৃণমূল পরিচালনাধীন।

হিন্দু প্রধান ঐ অঞ্চলে (মাত্র আট-দশ ঘর মুসলমানের বাস) অবস্থিত মাঠটির এক কোণে একটি মাজার আছে এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের কবরস্থান আছে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে ঐ মাঠে কোন কবর দেওয়া হয়নি। মূলতঃ খেলার মাঠ হিসাবেই স্থানীয় মানুষ মাঠটিকে ব্যবহার করতো।

কিন্তু বেশ কয়েকমাস আগে স্থানীয় মুসলমানরা মাঠটি তাদের কবরস্থান বলে দাবী করে এবং একটি মৃতদেহ ওখানে কবর দিতে আসে। স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধে তারা অবশ্য মৃতদেহ ঐ মাঠে কবর দিতে পারেনি। এরপর তারা রাজনৈতিক দলের শরণাপন্ন হয়। এলাকার তৃণমূল এম.এল.এ ও ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান মুসলিম তোষণকারী ও মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক প্রত্যাশী অর্জুন সিং মুসলমানদের দাবী ন্যায্য বলে মেনে নেয় এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং সরকারি খরচে ঐ মাঠের চারিদিকে ইঁটের দেওয়াল তুলে গেট বসিয়ে দেয়। ফলতঃ সাধারণ মানুষ আর ঐ মাঠে ঢুকতে পারে না ও বাচ্চাদের খেলাও বন্ধ হওয়ার মুখে। স্থানীয় ক্লাবটি টি.এম.সি. পরিচালিত হওয়ায় তারাও এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অর্জুন সিং-এর এই অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা দাবী জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মাঠটি খেলার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হঠাৎ মাঠটিকে মুসলমানদের কবরস্থানে পরিণত করার পিছন মুসলমানদের জায়গা দখল ও রাজনৈতিক চক্রান্তের দুরাভিসন্ধি আছে বলেই স্থানীয় মানুষ মনে করে। উল্লেখ্য, এই মাঠটি ছাড়া ভাটপাড়া পৌরসভা অঞ্চলেই মুসলমানদের তিনটি কবরস্থান আছে।

রাজনৈতিক দল ও তার অনুগত প্রশাসনের এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে মানুষ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ (হিন্দুরা) এটা বুঝতে পেরেছে যে ঐ মাঠটি কবরস্থান হলে মুসলমানদের দৌরাত্ম্য এলাকায় বেড়ে যাবে ও কবরস্থান সংলগ্ন অঞ্চল মুসলিম দুষ্কৃতিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। তাই এলাকায় হিন্দু স্বাভিমান রক্ষায় কিছু হিন্দু যুবক এগিয়ে এসেছে। সঞ্জয় সাউ, কৃষ্ণপ্রসাদরা এর প্রতিবাদে কলকাতা হাইকোর্টে একটি কেস ফাইল করেছে। যে কোন মূল্যে তারা ঐ কবরস্থান রুখতে চায়। তাই, ১২ই ডিসেম্বর কলকাতায় হিন্দু সংহতির কার্যালয়ে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে তারা দেখা করে এ বিষয়ে করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ চায়। তপন ঘোষ তাদের আইনি পরামর্শ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানান, হিন্দুর শক্ত প্রতিরোধ ছাড়া ঐ কবরস্থান রোখা যাবে না। রাজনৈতিক দালালরা মুসলমানদের কাছে পয়সা খেয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তবু এখনও সব কিছু হাতের বাইরে চলে যায়নি। যদি কাঁকিনাড়ার হিন্দু যুবকরা শক্ত প্রতিরোধ বা লড়াই গড়ে তুলতে পারে, তবে সংহতির পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শ্রীঘোষ তাদের দেন।

সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ-র প্রতি হিন্দু সংহতি-র সশ্রদ্ধ প্রণাম

সেভ ইন্ডিয়ার সভা

৮ই ডিসেম্বর সেভ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে কলকাতার 'ভারত সভা হল'-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার বিষয় ছিল— ইসলামী জেহাদের মূল উদ্দেশ্য ও মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে হিন্দুর ভবিষ্যত।

বিশিষ্ট লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বক্তব্যে দেশভাগের সময় মুসলমানদের নারকীয় হত্যা ও হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরে নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইসলামের অর্থই হল সন্ত্রাস। ১৯৪৬-এর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে হিন্দু নিধনের কথা আজকের সমাজকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, হিন্দু ধর্মের অপশিক্ষাই হিন্দুদের পতনের কারণ। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের স্বার্থপর চরিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংগঠনকেই চিরকাল হিন্দুরা গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, অথচ সংগঠন নয়, শৌর্য বীর্য ও সাহস-ই হল প্রকৃত শক্তি। বঙ্গ বিভাজন ও বাঙালি হিন্দুর পরাজয়ের জন্য হিন্দু বাঙালি নেতৃত্ব সেদিন দায়ী ছিল। বাঙালি হিন্দু কাপুরুষ একথা তিনি মানতে চাননি। বাঙালি হিন্দুর বিভিন্ন বর্গ-ক্ষত্রিয় মধ্যে যে অসীম সাহস ও লড়াই করার মানসিকতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকে কাজে লাগালে আগামীদিনে আমাদের জয় নিশ্চিত। শুধু নেতৃত্বের দায়িত্ব উচ্চ বর্ণের হাত থেকে নিয়ে নিম্ন বর্গক্ষত্রিয় দুর্ধর্ষ সাহসীদের হাতে তুলে দিতে হবে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সেভ ইন্ডিয়ার কনভেনার রাণাপ্রতাপ রায়।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012